

কুদুগু গ্রামের হাটে বিক্রি হচ্ছে বুশ মিট

কাজী জহিরুল ইসলাম

কেনিয়ান এই সেনা কর্মকর্তাটির মাথায় বুদ্ধি কিছু কম আছে বলে মনে হয়। আমি যতোবারই বলছি গাড়ি থামাও, ও শুধু বলে ‘ইয়েস স্যার’। কিন্তু গাড়ি আর থামে না। ওর ‘ইয়েস স্যার’ এর জন্য দু’দুটি অপরচুনিটি মিস করেছি। এবার আর মিস করতে চাই না। মেজর এ্যান্ডুর স্টিয়ারিং ধরা হাতটা চেপে ধরে সজোরে বললাম, ‘স্টপ দ্যা কার’। গাড়ি থেমে গেল। গ্রামটির নামফলক ফেলে এসেছি আরো এক’শ মিটার পেছনে। ওখানে লেখা ছিল ‘কুদুগু’। হাইওয়ের পাশের প্রতিটি গ্রামেরই দুটি করে নামফলক রয়েছে। একবার গ্রামে ঢোকার মুখে, আরেকবার গ্রাম থেকে বের হওয়ার পথে।



আঙুটি হাতে এক গর্বিত কিশোর। বিক্রি করতে যাচ্ছে কুদুগু হাটের কসাইয়ের দোকানে।



কুদুগু হাটে তেলাপিয়া মাছ পুড়িয়ে বিক্রি করছে এক স্থানীয় মহিলা

আজ শুক্রবার। ২ নভেম্বর, ২০০৭। দুপুর সাড়ে বারোটো বাজে। খাড়া দুপুর। দুপুরের তীব্র রোদে পুড়ছে পথ-ঘাট, পাহাড়-অরণ্য। দালোআ থেকে ইয়ামুসুকো ১৩০ কিলোমিটার পথ। এই পথের বেশ কয়েক জায়গায় দেখেছি মানুষের জটলা। পথের দু’পাশে বাহারী পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। প্রচুর ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম। গাড়ি থেকে নেমেই টের পেলাম অতিরিক্ত গরম পড়েছে। তাপমাত্রা চল্লিশ হুঁই হুঁই। পিচঢালা পথ থেকে, পথের দু’পাশের ঘন অরণ্য থেকে ভাপ উঠছে।

অসংখ্য কালো মানুষের কলকাকলীতে মুখর কুদুগু গ্রামের হাট । পশ্চিম আফ্রিকার গহীন গ্রামের এরকম একটি হাট দেখার ইচ্ছে অনেকদিনের । খোলা আকাশের নিচে পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসেছে অস্থায়ী দোকানীরা । দোকানীদের অধিকাংশই নারী । কয়েকটি পাম পাতার ছাউনি আছে । তারই একটির নিচে কুদুগু হাটের একমাত্র কসাইয়ের দোকান । এই দোকানে দুটি লাইন । একটি ক্রেতাদের, অন্যটি বিক্রেতাদের । একদল মানুষের হাতে নানান আকৃতির মৃত প্রাণীর পূর্ণ কিংবা খন্ডিত দেহ । এক কিশোরের হাতে গৌফঅলা বিশাল আকৃতির ইদুরগুচ্ছ । সবগুলো লেজ মুঠির মধ্যে নিয়ে একদল মৃত ইদুর ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী কিশোর । এই ইদুরের নাম আণ্ডি । আণ্ডির মাংস অতি সুস্বাদু খাবার । আইভরিয়ানদের সবচেয়ে প্রিয় মাংস । একজনের কাঁধে একটি শিশু মায়া হরিণ । দু'জনের হাতে মৃত বানর । একজনের গলায় মাফলারের মতো ঝোলানো এক অজগর । একেকজন বিক্রেতা এগিয়ে আসছে । কসাই দামদর করে ইদুর, বানর, সাপ, হরিণ নিয়ে একপাশে রাখছে । ওর সহকারী যুবকটি সেইসব জন্তুদের কুটি কুটি করে কেটে মাংসের পাহাড় তৈরী করছে । ওখান থেকেই ক্রেতারা এক কেজি, দুই কেজি করে কিনে নিচ্ছে । এই পাঁচমিশালী মাংসের নাম বুশ মিট । এক কেজি বুশ মিটের দাম পঁচ'শ সিএফএ, মানে সত্তর টাকা । শুধু কাঁচা মাংসই বিক্রি করছে না । একপাশে রয়েছে মাংস পোড়ানোর চুলা । ওতে কয়লার আগুন গনগন করছে । আইভরিকোস্টের প্রায় সব কসাইয়ের দোকানেই এই ব্যবস্থা আছে । ক্রেতা চাইলে তৎক্ষণাত মাংস পুড়িয়ে টমেটো, পিয়াজ, প্রিমা (কামরাঙা মরিচ) দিয়ে প্লেটে প্লেটে পরিবেশন করা হয় ।

বুশ মিটের দোকান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই মাছের দোকান । এখানেও একই ব্যবস্থা । আস্ত একেকটা তেলাপিয়া মাছ গ্রিল করে বিক্রি করছে এক আইভরিয়ান নারী । প্রতিটি মাছের দাম মাত্র তিন'শ সিএফএ । আমরা আরো একটু এগিয়ে গেলাম । এই অংশটিতে জটলা একটু বেশি । গায়ে গায়ে লাগানো মানুষ । ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই । মাঝবয়েসী এক লোক । খাটো পায়জামা আর ফতুয়া টাইপের পোশাক পরা । মাথায় টুপি । তিনি হেকিম সাহেব । বিশাল এক গ্রাউন্ড শিট বিছানো । তার ওপরে হাজার রকমের গাছের শেকড়, মাছের কাঁটা, পশুর চামড়া, ছাগলের লেজ, সাপের চামড়া, পাখির ঠোঁট, নানান রঙের মাটি, পাথর আরো কতো কি । এই মুহূর্তে তিনি একজন রুগী দেখছেন । আসলে রুগিনী । রুগিনীর বয়স ষাটের কম হবে না । হয়ত বাত-বেদনায় ভুগছেন । হেকিম সাহেব মহিলার পায়ে চুনাপাথরের মতো শাদা মাটি গুলিয়ে প্রলেপ দিচ্ছেন । মাটি চিকিৎসা চলছে । একদল শিশু, নারী, পুরুষ চারপাশ থেকে ঘিরে মাটি চিকিৎসা দেখছে । আফ্রিকানরা বিশ্বাস করে হেকিম সাহেবদের সাথে ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগ আছে । ঈশ্বরই তাকে বলে দেয় কোন রোগের চিকিৎসার জন্য কোন গাছের ছাল, কোন পাখির ঠোঁট অথবা কোন পাহাড়ের মাটি ব্যবহার করতে হবে । হেকিমদের ওরা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে । কুদুগু গ্রামের পুরো হাটটি দুবার করে চক্র দিলাম । আনু, পেয়াজ, টমেটো, কাঁচা, কলা, মিস্টি কুমরা, বেগুন, মূলা, শসা এইসব পণ্যসামগ্রী মাটিতে বিছানো নীল পলিথিনের ওপর অতি সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে একদল গ্রাম্য মহিলা । ক্রেতারোও শৃংখলা বজায় রেখে বিক্রেতাদের সাথে অতি উচ্চস্বরে দরদাম করছে । স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে একেবারে পানির দামে । বিদেশ থেকে যেসব জিনিস আসে, যেমন: সিগারেট, চকলেট, সেল্যুলার ফোন এইসবের দাম আকাশ ছোঁয়া । তবে কুদুগু গ্রামের হাটে বিদেশী জিনিস তেমন একটা নেই ।

ঝলমলে রঙিন ছাপার কাপড় বিক্রি করছে এক মহিলা । যেহেতু মহিলারাই মূলত হাটের ক্রেতা-বিক্রেতা তাই হাটে প্রচুর শিশুদেরও দেখা যাচ্ছে । এখানকার মহিলারা এক টুকরো কাপড় দিয়ে শিশুকে পিঠের ওপর বেঁধে মাথায় বোঝা, হাতে ব্যাগ নিয়ে সাবলীল চলাফেরা করে । পিঠে শিশু নেওয়ার এই

ব্যবস্থাকে বলে ‘দোদো’ । দোদোতে চড়ে শিশুরা বেশ দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে । মাকে তেমন একটা জ্বালায় না ।

একটি খুব আশ্চর্যের বিষয় হলো, দু’জন বিদেশি মানুষকে দেখে হাটের ছেলে-বুড়ো, শিশু-নারী কাউকেই তেমন কৌতূহলি হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না । এমন কি ছবি তুলতে গেলে এক মহিলা হাত তুলে নিষেধ পর্যন্ত করলো । কাপড়ের দোকানীর সাথে একটু আলাপ করতে চাইলাম, ভাষার অন্তরায়ের জন্য তেমন এগুতে পারলাম না । তবে এটুকু বুঝলাম, কিছু না কিনে হাট দর্শন করে বেরিয়ে আসাতে ওরা বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছে । রাস্তা পার হয়ে এপারে এলে পথের পাশের একটি শেডের নিচে আড্ডারত একদল যুবক আমাদের ঘিরে ধরলো ওদের ছবি তোলার জন্য । হায়রে পুরুষ । একদল নারী রোদে পুড়ে খেটে মরছে আর যুবকের দলটি ছায়ায় বসে অলস আড্ডা দিচ্ছে ।

আমরা হাসি হাসি মুখে ওদের ছবি তুলে গাড়িতে উঠে গেলাম ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৭ নভেম্বর, ২০০৭